ভোরের কাগজ

তারিখ 22 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৩

প্রতিষ্ঠানগুলোর অসহযোগিতা, সরকারি সিদ্ধান্তহীনতায় জরিপ কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে

ইব্রাহিম আজাদ : সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অসহযোগিতা ও সরকারি সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দেশে কিন্ডারগার্টেন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে। দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ হাজার বলে ধারণা করা হলেও এ পর্যন্ত তথ্য পাওয়া গেছে মাত্র ৬১৭টির। এ সংক্রান্ত নীতিমালাও এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এদিকে কিন্ডারগার্টেনগুলোর ১১টি সমিতি ও এসোসিয়েশনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। একই রেজিস্ট্রেশন ও একই নামে ৪টি গ্রুপ পৃথক পৃথক তৎপরতা চালাচ্ছে।

জানা যায়, কিন্ডারগার্টেন ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন, ইংরেজি ও বাংলা মিডিয়াম, নার্সারি প্রিপারেটরি ও ইংলিশ স্কুলগুলোর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার '৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অধ্যাপিকা ডা. তাহমিনা হোসেনের নেতৃত্বে একটি ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি চলতি বছরের প্রথম দিকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের মধ্যে ছিল স্কুলের নাম ঠিকানা, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও স্কুল প্রধানের নাম সংগ্রহ। এ জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। এ জরিপের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় দেশের সকল জেলা শিক্ষা অফিসারকে। প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয় মাত্র ১,৬৭৩টি প্রতিষ্ঠানের। পরবর্তী সময়ে এসব প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ জরিপ করার জন্য ৬ পৃষ্ঠার একটি জরিপ ফরমও তৈরি করা হয়। এটি পূরণ করার জন্যও মন্ত্রণালয় পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। প্রথম দিকে সময় ছিল ৩০ এপ্রিল। পরবর্তীকালে সময় বর্ধিত করা হয় ৩০ মে পর্যন্ত। কিন্তু এতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি।

অথচ ধারণা করা হয় গোটা দেশে ৬ হাজারেরও অধিক কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। শুধু ঢাকা শহরেই এর সংখ্যা ২ হাজারের কাছাকাছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও তা স্বীকার করেন। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠান এ জরিপ ফরম পূরণ করেনি অর্থাৎ তথ্য দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় আদৌ নিতে পারেনি।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও এখনো প্রতিদিন কিছু কিছু জরিপ জেলা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে। আর তা বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ কর্মকর্তা আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্ডারগার্টেনগুলোর বেশিরভাগই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে পরিচালিত। পরে তারা সরকারি আদেশ নির্দেশকে উপেক্ষা করে যায়। এ ছাড়া অনেকের ধারণা প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়লে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত তাদের প্রতিষ্ঠানটি বোধহয় আর তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। সে ভয়েও অনেকে তথ্য দেয়নি।

ব্যানবেইসের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, তারা এ পর্যন্ত গোটা দেশের মাত্র ৬১৭টি প্রতিষ্ঠানের জরিপ ফরম পেয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ৮০ দশকে কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে গেলেও এগুলোর কর্মতৎপরতার বিষয়ে সরকার কোনো দায়িত্ব অনুভব করেনি। অথচ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই প্রি প্রাইমারি থেকে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'রেজিস্ট্রেশন অফ প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিন্যান্স ১৯৬২' আইন চালু ছিল, যা এখনো বহাল আছে। ঐ আইন অনুযায়ী যে কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গেলে প্রথম শর্ত হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত একটি পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতে হবে। যে পরিচালনা পরিষদের সরকারেরও একজন প্রতিনিধি থাকবে। ফলে দেখা যায় ঐ তিনটি শর্ত অনুযায়ী অননুমোদিতভাবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

এরশাদ সরকারের আমলে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে 'দ্য মার্শাল' ল ইনভেস্টিগেশন টিম অফ প্রাইভেট স্কুল' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯৮৩ সালে। এর প্রধান ছিলেন তৎকালীন বিগ্রেডিয়ার। (বর্তমানে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) সর্দার আলী আহসান। কমিটি রাজধানী ঢাকার বেশ কিছু কিন্ডারগার্টেন জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে একটি তদন্ত রিপোর্ট দেয়। কিন্তু তা পরে ধামাচাপা পড়ে যায়। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা এ সম্পর্কে, আমরাও শুনেছি সে সময় একটি তদন্ত কমিটি হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ে ঐ কমিটির কোনো রিপোর্ট সংরক্ষিত নেই।

সূত্র জানায়, ১৯৮৯ সালে সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ১৯৬২ সালের এ্যাক্ট সংশোধন করে নতুন একটি এ্যাক্ট চালু করে। তবে এ নতুন আইনেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজস্ব বাড়ি, নিজস্ব পরিচালনা পরিষদ এবং ঐ পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এ তিন শর্তই বহাল ছিল। তখন ঐ আইনের ভিত্তিতে কিন্ডারগার্টেনগুলোর রেজিস্ট্রেশন প্রদানও শুরু হয়। সে সময় প্রায় ১৫০টি এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশনও নেয়। অনেকে নানা আশংকায় তাদের প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন করায়নি। ১৯৯১ সালে বিএপি ক্ষমতায় আসার পর কিন্ডারগার্টেনের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এ বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি।

অনুসন্ধানে কিন্ডারগার্টেন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ১৩টি এসোসিয়েশন বা সমিতির খোঁজ পাওয়া গেছে। যেগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে কাঁদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত। এর মধ্যে ১৯৮৪ সালে এই বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সংগঠনটি ঐক্যবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে নিজেদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ৪টি গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন, মিরপুরস্থ প্রি ক্যাডেট চাইল্ড কেয়ার হোমের পরিচালক শাহজাদা মোঃ আলী, মোহাম্মদপুরের ডিজলীল্যান্ড প্রিপারেটরি স্কুলের খন্দকার রউসুল আলম, লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের মোহাম্মদ শামসুদ্দীন এবং নাখালপাড়াস্থ লিটল জুয়েল প্রি ক্যাডেট স্কুলের খন্দকার হাফিজুর রহমান সাঈদ। এই ৪টি গ্রুপ সংগঠনের একই নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর (এস ১০২৮/৯৮) ব্যবহার করে।

অন্য যে ৯টি সংগঠনের নাম জানা গেছে সেগুলো হলো, কিন্ডারগার্টেন পরিচালক সমিতি, কিন্ডারগার্টেন উন্নয়ন সমিতি, কিন্ডারগার্টেন ডেভেলপমেন্ট সমিতি, প্রি ক্যাডেট এসোসিয়েশন, প্রি ক্যাডেট এন্ড কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, কিন্ডারগার্টেন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও বেসরকারি শিশু উন্নয়ন সংস্থা। এদিকে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করলেও তা এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি। সিদ্ধান্ত ছিল নীতিমালা প্রণয়ন কমিটিতে কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনগুলোর তিনজন প্রতিনিধি রাখা হবে। কিন্তু এসোসিয়েশনগুলো দীর্ঘদিন পরও এখনো সর্বসম্মতভাবে তাদের তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেনি। ফলে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটিতে ও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সভায় এসোসিয়েশনগুলোর পরস্পর বিরোধী নেতাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে যায় বলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। *শেষ*

[এই পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গত ৪ ও ১৩ জানুয়ারি]